মৎস্যপুরাণ

অমর মিত্র

শুধু আলো রৌদ্র। রৌদ্রের ভূমিকা এই সময়ে প্রধান, বোধহয় আলোর চেয়ে বেশি কিছু, বিশেষত এই মাঘের সকালে। আজ আবার শ্রীপঞ্চমী। ঢাকিরা শীত তাড়াতে জানপ্রাণ দিয়ে যেন বোল তুলেছে ঢাকের কাঠিতে! খুব ভোর থেকে। সেই মুক্তোনীল ছিল যখন ভূমণ্ডল, তখন থেকে, শুকতারা যখন নেভেনি তখন থেকে। হিম যখন ঝরছিল অশ্রুপাতের মত, তখন থেকে। এবার শীত এখনো, এই মানভূমে, পাহাড়ের দেশে পাহাড় হয়ে আছে। যাবে যাবে করেও যায়নি। বুড়ো আধবুড়ো মধ্যবয়সী, যুবাদের মত জলাশয়ের দিকে স্থির চক্ষুতে চেয়ে।

অনাদি দেখল পলাশকুসুম রোদ গড়িয়ে পড়েছে জলতলে, কুয়াশা ভেদ করে। সে দেখল কোথাও কোন ফাঁক নেই, পূব পাড়ের গাছগাছালি টপকে রোদ জলাশয়ের চারিদিকে, ঝোপঝাড়ের এখানে ওখানে একরত্তি শিশুর মত আনন্দময় চাহনি রেখেছে। তার নরম দুটি হাতের পলাশের মায়া, ধূলোর মত থাবড়ে দিচ্ছে এ কোণ ও কোণের ঝুপসি অন্ধকার। কী নরম তুলতুলে। অনাদির ঘরে আটমাসের এমন শিশু হামা দিচ্ছে দিনভর।

অনাদি এই এল। আসার ইচ্ছে ছিল না। দুবছর আসেনি শ্রীপঞ্চমীতে। এবার মায়ের পিড়াপিড়িতে এল। শরিকি পুকুর, ভাগ নেবে না কেন? এখন না হয় পিতৃপুরুষের বাসস্থান ছেড়ে তিরিশ মাইল দূরে কুলটির ইস্পাত নগরে তার আস্তানা সপরিবারে। মা খুব বিষয়ী। মায়ের দেখাদেখি তার বউও। ভোর ভোর ঘুম থেকে ঠেলেঠুলে তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে ফার্স্ট ট্রেনে। অনাদি ফিরবে ভাগের মাছ নিয়ে। আজ শ্রীপঞ্চমী কাল সিজানে পরব। ঠাণ্ডা খাওয়ার দিন, তাতে পৈতৃক পুকুরের গন্ধ থাকলে স্বাদু হয়। পুরনো মায়া গভীর হয়। অনাদির বিধবা মা মাছ ত্যাগ করেছে সেই কতকাল। তবু তাকে সাত সকালে পাঠালো! সে কুলটি থেকে আসানসোল, আসানসোল থেকে ট্রেন বদলে মধুকুণ্ডা থেকে ট্রেকারে চেপে গ্রামে। এ গ্রাম বাঁকুড়া জেলায়, মধুকুণ্ডা পুরুলিয়ার, কুলটি আসানসোল বর্ধমানে। তিন জেলা এখানে পরস্পরের মুখ দেখছে।

অনাদি বলল, চারা মাছগুলো বাদ দিও হে।

সে বলল এমনভাবে, যেন চারা মাছ বড় হলে ভাগের ভাগ নেয়ার জন্য আসবে। তাকে দেখে খুশি হয়নি কেউই। কথাটা সে বলল ধীবরদের, শুনল এক আনা দু আনা এক গণ্ডা দু গণ্ডা— শুভঙ্করী এখনো লুকনো মাছের মত জিইয়ে আছে এ জলাশয়ে। জলাশয় এখন বিষয়, তা ছোটবড় মেজ শরিকদের চোখের লুকনো ধূর্ততা দেখলে বোঝা যায়। দুআনা পাঁচ গণ্ডার শরিক অনাদি চাটুজ্যে এখন এই গাঁয়ে থাকে না। পৈতৃক ভিটে, বর্গা হওয়া জমি বিক্রি করে সে এখন কুলটি নিবাসী। দামী জমি কিনে পাকা দালান তুলেছে। তুলতে ব্যস্ত ছিল তাই আসেনি। কারণ কুড়ি গণ্ডায় এক আনা, ষোল আনায় এক টাকা। তার দু আনা পাঁচ গণ্ডা ভাগের জন্য এত দূর আসা যায় না, রেলের ভাড়া ওঠে না প্রায়। এখান থেকে বাস ওঠানোর সময় খুব বাধা দিয়েছিল মা, শেষ পর্যন্ত পুকুরের অংশ থাক বলে অনাদি পাট তুলেছিল গ্রামের। সে ইস্পাত কারখানার সুপারভাইজার, তার সন্তানকে অন্তত ফোরম্যান হতে হবে, কন্যাকে ইঞ্জিনিয়ারের হাতে দিতে হবে— ইত্যাকার ভবিষ্যৎ চিন্তায় দুআনা পাঁচগণ্ডার পুকুর অনায়াসে ত্যাগ করা যায়। পুকুর বিক্রি করেনি, মায়ের আপত্তি ছিল। জল কেউ বিক্রি করে? এ হল মানভূম। এখানে জল বড়ো সুখের, মায়ার। নির্জলা হলে যে তুমি দাবদাহের সময়, গরমের দিনে ঝলসে মরবে। কারখানার ফার্ণেসের কাছে থাকে অনাদি, সেখানে যেন চির গ্রীষ্মের দিন, আগুনের পাহাড়। আগুনের সঙ্গে যাদের সম্বৎসর বসবাস তারা কীভাবে জলহীন হবে। দু আনা পাঁচ গণ্ডা হোক, তবুও তা অংশ। এ পুস্করিণী বহুদিনের। অনাদির মনে হয় বহু যুগের কেননা এর ভাঙাঘাট, বাহা সিঁড়ি, ইঁটের ফাঁকফোকরের সবুজ দেখলে বুকের ভিতরে যেন ঘড়ঘড়ে আওয়াজ টের পায় সে। বাতাস যেন পাকখায় তার বুকের কোটরে।— তার বয়স হয়নি, কিন্তু উত্তরাধিকারে বংশের সঙ্গে বুঝি স্মৃতির বয়সও বেড়েছে। বুকের মধ্যে পিতামহ প্রপিতামহ সোয়া দুআনা অংশতেই লাঠি ঠুকতে আরম্ভ করেছে।

লাঠি ঠুকল মধুর চাটুজ্যে, ঘাটের একধারে গিয়ে সে বিড়বিড়য়ে সূর্যবন্দনা করছিল, গাছপাথর নেই বয়সের। ওঁ জবাকুসুম... জবাকুসুম। কুসুম রৌদ্রে তার স্তব বন্ধ হল লাঠি ঠুকে বলল, কেনে চারামাছ লোকে খায় না? তুমি যে বড় লবাব এলে বটেক, অংশ তো দেড় আনার।

ষাট পার মধুরের অবয়বে আশি প্রবেশ করেছে অনেক দিন। গাঁয়ে এক বছরে বয়স বাড়ে দুই। অনাদি বুঝল অংশটা ইচ্ছে করেই কমিয়ে বলছে, মধুরকাকা। পরখ করছে তাকে। বুড়োর সব মুখস্থ, কোন শরিকের কত, ভাগাভাগিতে কত, কার অংশ কার কাছে গেল দলিল মারফত, ইত্যাদি।

কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে মধুর আবার সূর্যস্তব আরম্ভ করল পাঁচ হাত সরে। কান থাকল শরিকে, চোখ থাকল জলে। জলেই হবে কেন না সেখানে এখন দিবাকর প্রতিফলিত, ঢেউয়ে রূপোর বাটির মতো দুলছেন তিনি। মধুর চাটুজ্যের একসঙ্গে দুই কাজ হচ্ছে। জলাশয়ে তখন ধীবরের দল। উত্তর পূব কোণ, ঈশান কোণ থেকে, দক্ষিণ পশ্চিম নৈঋতের দিকে জাল টেনে আসছে। রূপোর টুকরো মাছ টপকে টপকে লাভ দিচ্ছে জালের উপর দিয়ে। মধুর চাটুজ্যের নজর মাছের দিকে, বন্ধনা মৎস্যের।

কেন আমি খারাপটা কী বলেছি? অনাদি ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠল।

আবার মথুর কাশ্যপেয় মহাদ্যূতিম, পর্যন্ত তেজীয়ান হয়ে উঠল নড়বড়ে দেহে, ভাবল, সে তো সূর্যের মতো পুরোন নয়, কিংবা এই পুষ্করিণীর মত প্রাচীন, তাই গলা তুলল উচ্চে, চারামাছ বাদ দিলে, আঁশ ভাগ করতে হবেক, ইটা জানো হে?

অনাদি কিছু বলতে যাচ্ছিল। ভাবছিল বলবে চারামাছগুলি পরের বছরে বড় হবে তাই, কিন্তু তার বলা হল না, এগিয়ে এল বিজয় দত্ত, চিনি কেরোসিনের ডিলার, এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার কথা বলল চোখে ভর্ৎসনা ফুটিয়ে, ছি অনাদি, উনি বড়মানুষ বটেক।'

অনাদি অবাক চোখ মেলল বিজয় দত্তর দিকে। বিজয় এখানে কেন? এতক্ষণে যেন নজরে পড়ল পুকুর পাড়ে দাঁড় করান

রয়েছে মিশকালো মোটবাইক। সে পায়ে হেঁটে আসেনি, বাহনে চেপে এসেছে। নতুন কেনা মনে হয়। গায়ের শালটিও বাহারি, চওড়া ফুলের পাড়। আজ শ্রীপঞ্চমী, বিজয় আর সকলের মত শ্রীহীন নয়। এই যারা বসে আছে পুকুরঘাটে, পাড়ে, হাঁটু ভেঙে, ডান হাঁটু বাঁয়ের সঙ্গে জুড়ে, খদ্দরের মলিন চাদরে গা মাথা মুড়ে জলের দিকে ঘোলাটে চোখ রেখে। শরিক কম নয়, ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পুকুর। কোনকালে কাশীপুর রাজ এস্টেট এক ব্রাহ্মণকে জমির সঙ্গে এই গভীর জলদান করা হয়েছিল, সেই রাজা, রাজত্ব জমিদারি না থাকলেও জমি আর জল আছে। আছে শরিকে শরিকে খণ্ড খণ্ড হয়ে। অনাদি অবাক, কেন না শরিক ভাগে পুষ্করিণীর ভাগ বাড়লেও তা অন্য কোথাও যায়নি কোনদিন, এ বামুনের অংশ ও বামুনে কিনেছে, বাইরের লোক ঢোকেনি। সুতরাং বিজয় দত্তর তো এখানে থাকার কথা নয়। কেন না এ পুকুরে তাদের অংশ ছিল না কোনদিন। সে ভ্রুকুঞ্চিত মুখে তাকায় বিজয়ের দিকে। তার মানে লেগেছে কিঞ্চিৎ, প্রায় নখের আঁচড় লাগার মত, কেন না সে হল ফ্যাক্টারির সুপারভাইজার। আর বিজয় দত্ত কেরোসিনের ডিলার। আঁচড় আরো রক্তাক্ত গভীর হতে পারত যদি ফ্যাক্টারির চাকুরিয়া না দেখতে পেত নতুন মডেলের রাজদূত। গাঁ গঞ্জ ইস্পাত নগরীতে এখন রাজদূত, গর্জমান দ্বিচক্রযানেই আভিজাত্য।

বিজয় কয়েক হাত তফাতে গিয়ে তাচ্ছিল্যের মত সিগারেট ধরাল বুড়োগুলির পিছনে দাঁড়িয়ে, তারপর অনাদিকে ডাকল, এদিকে এস, আছ কেমন?

দুজনের মুখেই ধোঁয়া উড়ল শীতের শুকনো শূন্যতায়। অনাদি দেখছিল উত্তরে মহাপর্বত বিহারীনাথ। পর্বতই বটে, জেলায় সবার চেয়ে মাথা উঁচু ওই পাহাড়ের। তার ঢালে রোদ পড়ে গাছের শুকনো সবুজ স্পষ্ট। অনাদি অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছিল এই কারণে যে সে বিজয়ের সামনে কুঁকড়ে যাচ্ছে ক্ষীণ। বিজয় তাকে জিজ্ঞেস করল ফ্যাক্টারি চলছে না তালা পড়েছে, সে যে হঠাৎই এল।

অনাদি ক্ষুব্ধ হতে গিয়েও হল না। অন্য কেউ হলে সে ছেড়ে কথা বলত না। শ্রীপঞ্চমীর সকাল, কী ভীষণ অলুক্ষণে কথাই না ডিলার বিজয় দত্ত উচ্চারণ করল। অনাদি মাথা ঠাণ্ডা করল। তার মাথা এমনিতেই গরম হয় কম, তা ছাড়া আজ বাদে কাল তো ঠাণ্ডা পরব। আজ রান্না, কাল খাওয়া। কাল উনান্-জ্বলবে না। ঠাণ্ডা খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করবে মানভূমের মানুষ কারণ পাহাড় জ্বলানো গ্রীষ্ম সামনে, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ। সে সময় আগুনে রোদ নামবে আকাশ থেকে! সেই রোদ গায়ে লাগানর শক্তি অর্জন করতে হবে তো ঠাণ্ডা খেয়ে।

কথায় কথায় বিজয় দত্ত জানাল সে পুকুরের অংশ কিনেছে। চমকে উঠেছে অনাদি। কত অংশ? প্রায় পাঁচ আনার কাছাকাছি, চার আনা তের গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি। অনাদি যেন ঝলসে গেল বিজয় দত্তর কথায়। কার অংশ কিনল বিজয় তা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলেও মুখ বন্ধ রাখল অনাদি, কেন না তখন মথুর চাটুজ্যের লাঠি ঠুকছে তাদের সামনে এসে।

মধুর বলল, 'আমি প্রথম টানের মাছ যা ওঠে লিয়ে যাই, কী বলো ভাইপো?'

বলল বিজয় দত্তকে, অনাদিকে নয়। বিজয় শুনল, কিন্তু মুখে রা কাড়ল না। মধুর বিড় বিড় করছিল, 'আমি তো পুরনো শরিক বটেক সে কারণেই প্রথম টানের মাছগুলান দিতে যদি।'

তা কেন হবেক? আর এক বৃদ্ধ নটবর চাটুজ্যে উঠে দাঁড়াল চট করে, 'শরিক সবাই পুরানো, বিজয় দত্ত ছাড়া কে নতুন বটেক?'

নটবর চাটুজ্যের কথার সঙ্গে সঙ্গে, বুড়ো আধবুড়ো পাঁচটি মানুষ উঠে দাঁড়ায় হুড়মুড় করে, তারা এতক্ষণে মাছ ধরা দেখছিল নিবিষ্ট হয়ে, শীত তাদের প্রায় চলচ্ছক্তিহীন করে ফেলেছিল হঠাৎ মাছ ভাগের কথায় যেন প্রাণ আসে। এদের কারোর গায়ে চাদর, জীর্ণ মাঙ্কি ক্যাপে মুখ ঢাকা, চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন, কেউ মাথায় খুব কষে বেঁধেছে মাফলার; গায়ে ভারী খদ্দর, কেউ বা কনস্টেবলি খাঁকি সোয়েটার চাপিয়েছে গায়ে, যার এখানে ওখানে ইঁদুরের দাঁতের শিল্পকর্ম। কনস্টেবলি সোয়েটারধারী সুধাময় চাটুজ্যে পাঁচ বছর রিটায়ার করেছে। চাকরি থেকে যা পেয়েছিল সব চার মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিঃস্ব। পুকুরের অংশও ক্ষুদ্র হয়েছে ক্রমাগত। তার পড়ে আছে মাত্র দশ গণ্ডা, বাকিটা শরিকে কিনেছে।

সুধাময় পুলিশি মেজাজে গর্জে উঠেছে, হবেক নাই, উ ধীবর, অংশ ভাগ করে দিবেক, কুনো কথায় কান দিবেক নাই।

ধীবর বলল, তাই হবেক।

মধুর চাটুজ্যের রাগ এবার সহস্রভাগ বর্ধিত হয়ে ধীবরের উপর আছড়ে পড়ল এই হারামজাদা, ইকি তোর বাপের পুকুর বটেক, কথা বলছিস যে।

এবার মাঙ্কি ক্যাপ কথা বলল, ও মধুর কী বলছো তুমি?

মধুর সজোরে লাঠি ঠুকল, যা বলছি ঠিক বলছি, শরিকি কথায় উ ধীবর কেনে কথা বইলবেক?'

মাঙ্কি ক্যাপ মাথা দোলায়, তা বটে।

ঈষৎ সমর্থন পেয়ে মধুর চাটুজ্যে গলা চড়াল আবার, তুই ধীবরের মত থাক, যা বলছি তা কর বেটা।

তখন খাঁকি সোয়েটারের সুধাময় পাল্টা গলা চড়াল, খবদ্দার না—

এ ঘটনাটা বচ্ছরকার দিনের, তা ধীবর সর্দারের জানা। তার বয়সও তো কম নয়, এই শরিকির পুকুরে সে আজ থেকে জাল নামাচ্ছে না। সে মাথায় ঘুরিয়ে নতুন শরিক বিজয় দত্ত দিকে তাকায়। বিজয় তখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে, ছিহ্ কাকাবাবু ধীবর যদি দুটা কথা বইলে দেয় তখন কি মান থাইকবেক, মাছ ভাগের জন্য দাঁড়ান না।'

অনাদি তখন মনে মনে হিসেব কষছিল, কে আছে এখানে কে নেই। কার অংশ গেল বিজয়ের ঘরে। সে দিশা করতে পারল না। শব শরিক আসেনি। সকলে থাকেও না এখানে। এক পয়সা দু পয়সা মানে পাঁচ দশ গণ্ডার শরিকও তো কম নেই। কিন্তু কেমন হল! শরিকের অংশ তো শরিকে কেনে। বাইরের লোক কেন?

মধুর চাটুজ্যে হঠাৎ চুপ করে গেছে। সকলে নীরব। নীরবতার মধ্যেই প্রথম টান উঠে এল ডাঙায়। অনাদি ছুটল কৌতূহলে আর বৃদ্ধরা লাফ দেয় লোভে, মায়ায়। অনাদি দেখল জলে মাছ লেজ ঝাপটাচ্ছে খুব, ভাল সাইজ হয়েছে, মাছের।

অনাদির হাত দিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সামলায় নিজেকে। শরিকের দল গলা চড়িয়ে যদি দুটো কথা বলে দেয়। সে তবু আস্তে আস্তে দূরত্ব কমাল মাছের সঙ্গে তার। জাল ঝাড়ছে ধীবর, অনাদির গায়ে জলের ছিটে লাগে। মৎস্যগন্ধ তার খারাপ লাগে না, সে নাক টানে।

তার ঘাড়ের উপর দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সুধাময়, ধীবরদের ঘিরে ফেলেছে সব শরিক, শুধু বিজয় একটু তফাতে। কেন যেন সরতেই ফাঁক দিয়ে রোদ এসে মুহূর্তে জালের গায়ে জলে শিশিরেরা মায়া তৈরি করল। মুক্তো বিন্দু যেন জালের খাঁজে খাঁজে জ্বলে উঠল হঠাৎ। অনাদি এসব লক্ষ করছিল যখন, তখনই একটা বড় মাছ তার পায়ের পাতায় লেজে ঝাপটা মারল। চমকে অনাদি সরে গেল এক হাত, আর সেই মুহূর্তে বুড়ো মধুর নিচু হয়ে মাছটাকে একহাতে ধরে ফেলে বলল, কে.জি. আড়াই হবেক, ধীবর ইটা আমার জন্যে আলাদা করে রাখো।

কেন ? নটবর চাটুজ্যে মাথা বাড়াল, ভাল জিনিশটা তুমি লিবে, আর আঁশ লিব আমরা।

মধুর বাধা পেয়ে সটান উঠে দাঁড়ায়, তুমি বলতে পারতে আগে।

লেগে গেল কথায় কথায় ধুন্দুমার। কেউ কম নয়। তু-ই তোকারি আরম্ভ হয়ে গেল দুই বৃদ্ধের মধ্যে। উত্তপ্ত হয়ে উঠল পুকুরপাড়। সেই অবসরে অনাদি পরিষ্কার দেখল সুধাময় চাটুজ্যে একটা পাঁচশো গ্রাম সাইজের মাছ নেড়ে চেড়ে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে ভিড় থেকে। অনাদি দেখল সুধাময় এদিক ওদিক তাকাচ্ছে হালুক চালুক, তারপর মাছটা হাতব্যাগে ভরতে যাবে এই সময় কলহরত মধুর চাটুজ্যের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল। লাভ দিয়ে মধুর সুধাময়ের হাত চেপে ধরল, কী হচ্ছে হাঁ, কী হচ্ছে ?

সুধাময় ধরা পড়ে গিয়ে গর্জে উঠেছে, হবে কী, হাত ছাড়ো।

ই বয়সে তস্করি ?

চোপ্ ! বয়সের মান রাখতে জান না, আমি তস্কর ?

কী করছিলি ?

সুধাময় মাছ ছেড়ে দিয়ে দুহাত পিছিয়ে গেছে, বেশ করছিলাম, আমার ভাগের মাছ, ধীবরকে বলেছি।

ধীবর তখন আবার ডাকল বিজয় দত্তকে। বিজয় ধীরে পায়ে নেমে আসছিল পুকুরের ধারে। মধুর সুধাময় এ ওকে মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে অন্য শরিককে সাক্ষী রেখে। বিজয় এসে দাঁড়াল দুজনের মাঝখানে।

শুকনো ডাঙা এখন ভিজে শামুক গেড়ি পড়া নির্জীব শিশু মৎস্য ইত্যাদিতে আড়ালে। মাছ ঝুড়িতে উঠছে। ঝুড়ির সামনে ধীবর সর্দার বসে। অনাদি আস্তে আস্তে ঘাটে এসে দাঁড়ায়। আবার ঘাট থেকে নেমে ধীবর সর্দারের সামনে যায়, তার দিকে নটবর চাটুজ্যে তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আর সন্দেহে ভরা মুখ নিয়ে, অনাদি হেসে বলল, 'ভয় নেই, আমি মাছে হাত দিচ্ছি না।'

এবার জাল পড়বে উত্তর পশ্চিম কোণে, টানা হবে দক্ষিণ পূর্বে। ধীবরেরা জাল ফেলার উদ্যোগ করছে। অনাদি ধীবর সর্দারকে জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল বিজয় দত্ত কার অংশ কিনল। সে ধীবরের কাছে নিচু হল। তারপর আলটপকা প্রশ্নটা চাপাস্বরে ছুঁড়ে দিল বিজয় কার অংশ লিইছে জানো ?

ধীবর সর্দার বিস্মিত চোখে তাকায় তার দিকে, তারপর অনামনস্কের মত বলল, নিরাময় ঠাকুরের আপনি জানেন না ?

না, অনেকদিন তো আসিনি।

ধীবর আরো কিছু বলত। বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল যে তা অনাদির চোখে স্পষ্ট। কিন্তু তখন বিজয় এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, 'চলো হে, চা খেয়ে আসি।'

চা খাওয়া হয়েছে অনাদির। রেল স্টেশনে খুব ভোরে। তবু আর একবার হলে মন্দ হয় না। না করল না। বিজয় তার সঙ্গ পেতেই চাইছে অনেকক্ষণ থেকে। আমন্ত্রণে আন্তরিকতা আছে। অনাদি চলল। রোদ উঠে গেছে বেশ। তাপে ভরা উষ্ণ চায়ের স্বাদ যেন এ রৌদ্রে। অনাদি দুহাত আড়মোড়া ভাঙল।

যেতে যেতে বিজয় বলল, এ পুকুরে মাছ বাড়ে ভাল। এবার যেন সাইজ আরো ভাল, আমার লাক্।

অনাদি কিছু বলল না দেখে বিজয় বলল, আমার ঘরে চলো, মোটর সাইকেল তো আছেই, ভয় নাই ধীরবদের বলা আছে, মাছ এদিক ওদিক হবেক নাই, বুড়াগুলান সব এ ওকে পাহারা দিচ্ছে বটেক।

বৃদ্ধেরা সকলে এক সঙ্গে ঘুরে তাদের দুজনকে দেখছে। অনাদির মনে হল বৃদ্ধদের চোখে সন্দেহ। বিজয় দত্ত নতুন শরিক, বড় অংশের অংশীদার, আর যে অনাদি গত কয়েকবছর আসেনি, সে এসেছে হঠাৎ। সুতারং সন্দেহ। অনাদি দেখল মাফলার মাথায়, কনস্টেবলি খাঁকি সোয়েটার গায়ে সুধাময় চাটুজ্যের ভীত চোখ যেন ছলছলে। সে দেখল গভীর চক্ষু তার দিকে তাকিয়ে। চক্ষুতে রৌদ্র। রৌদ্র ঢেউ। চক্ষুতে ঢেউ। ঢে উয়ে মায়া। পিতৃ-পুরুষ ভাগ হয়ে পুকুরের সঙ্গে বংশের এই দশা। অনাদি দেখল চক্ষুমণিগুলিতে ভয় জেগেছে। তার সঙ্গে এতক্ষণ কেউ ভাল করে একটা কথাও বলেনি। কেননা সে এসেছে ভাগ নিতে। সে এখন তাদের সুখেথাবা বসাতে উদ্যত। অনাদি দেখল ভয় জেগেছে যেন মস্ত জলাশয়ে। এখন জলাশয় খুব স্থির। জাল নামেনি পূর্নবার। সব বৃদ্ধ একসঙ্গে তার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে থাকল। তার বুকের অন্তঃস্থলে জাল পড়ল ঝপাৎ। মনে হল বিজয় দত্তের সঙ্গে না গেলেই পারত।

দুই

মেয়ের বিয়েতে সর্বস্ব হারা সুধাময় চাটুজ্যেকে তার সাড়ে তিন কেজির ভাগটা দিয়ে দিল অনাদি। না দিয়ে পারল না। কেননা মাছ ভাগের সময় সুধাময় অনাদির সামনে দাঁড়িয়ে শুধু হিসেব কষছিল চার মেয়ে বাড়িতে না হোক দু মেয়ের কাছে মাছ পাঠাতেই হয় আজ। না পাঠালে হয় না। নিন্দে হবে। মেয়ে কথা শুনবে। বিয়ে হয়েছে তো এই কাছেই, একজনের মটুকবনি, অন্যজনের বামুনতোড়। নিজের দশ গণ্ডার ভাগ তো খুব সামান্য।

সুধাময় ফোকটে অনাদির অংশটা পেয়ে যেতে মধুর চাটুজ্যে হা হা করে এগিয়ে এল, এ কি করছ অনাদি, এতটা কষ্ট করলে, নিয়ে যাও মাছ, ভাগের জিনিস দিতে আছে?'

অনাদি বলল, না উনিই নিন।

না নিতে চাও তো সব্বাইকে ভাগ করে দাও, দরকার সকলের।

তা হল না। হয়নি বলেই এখন মধুর চাটুজ্যে অনাদির উপর অপ্রসন্ন হয়ে হাঁটছে মুখ আঁধার করে। দশ গণ্ডার ভাগিদার সুধাময় বেশিটা ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, এ তো অবিচার। বেলা উঠে গেছে অনেক। সুধাময়ের মাথার মাফলার এখন গলার কাছে কুণ্ডলি পাকিয়ে। কোটরগত চোখ, না কামানো খোঁচা দাড়ি, খড়ি ওঠা হাত, ফাটা পায়ে সোল ক্ষয়ে যাওয়া স্ট্রাপ-বদলানো হাওয়াই চটি মুখে নরম আলোর মত হাসি। বিজয় দত্ত পেট্রল গন্ধ উড়িয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে চলে গেল পাহাড়ের দিকে। তার মুনিষ মাছ নিয়ে চলে গেছে।

সুধাময় অনাদিকে ধরে পড়েছে, আজ খেয়ে যেতেই হবে বাবা। সুধাময় মাছের বদলে অন্ন দিয়ে কিছু শোধ করতে চায়। অনাদি রাজি না হয়ে পারেনি। কেমন মায়া জেগে উঠেছে তার ভিতরে। মায়া জেগেছে এই মানুষগুলির প্রতি। ওই প্রাচীন পুষ্করিণীতে এবার মাছ বড় হয়েছে খুব। একটা পাঁচ কেজির রুই ধরা পড়েছিল। নিয়েছে বিজয়। তার অংশ তো বেশি। বেশ পাকা মাছ। আঁশগুলি মোটা, গায়ে গাদা পাঁকের গন্ধ। অনাদি যেতে যেতে হাতের গন্ধ শুঁকছিল, আঁশটে। তার প্যান্টে কাদা লেগেছে সামান্য, পায়েও লেগেছে ঠাণ্ডা পাঁক। এখন শুকিয়ে যাওয়ার মুখে।

মধুর এতক্ষণে কথা বলল, এই পুকুরের বড় মাছটা বিজয় নিল। কী সময়ই না পড়ল! দেখলে তো অনাদি।

অনাদি মাথা হেলায়।

ওটা নিরাময় চাটুজ্যের ভাগ।

তখন সুধাময় মাথা তুলল, চাপা গলায় বলল, ও কথা তুলো না।

মধুর যেন অনাদির বুকের ভিতরে লাঠি ঠুকল, গেল শাবন মাসে নিরু চাটুজ্যের নাতিটা এই পুকুরে ডুবে মরল, জান অনাদি।

অনাদি চমকে তাকায়, কী করে?

সাড়ে চার বছর, তখন তো পুকুর ভরা, কখন পড়েছে কে জানে, ভরা পুকুরে প্রথমে জাল যে ফেলবে সে কথাটাও মনে হল না কারোর।

দম বন্ধ হয়ে আসে অনাদির, সে তাকিয়ে আছে মধুরের চোখে।

এদিক খোঁজ ওদিক খোঁজ, শেষে যখন জাল নামল, ছেলে উঠল জালে।

মধুর থামল। অনাদি নিশ্চুপ। পুকুরটাকে দেখে তো মনে হয়নি এত বড় কাণ্ড হয়ে গেছে ক'মাস আগে। একটু আগে মায়া পড়েছিল তার এখন মনে হল ভয় দেখান চোখ, বড় নিস্পৃহ। নাকে পেট্রল গন্ধটা গভীর হয়ে এল।

সে কোনরকমে বলল, তখন কি শেষ?

হ্যাঁ। মাছ চোখ খেয়ে নিয়েছিল, গায়ে মাংসে ঠোকর দিয়েছিল, মাছে মানুষ খেলে নাকি স্বাদ হয়?

জিজ্ঞেস করল মধুর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, নিরীহের মত। মথুর সমস্ত বলল আর পাঁচটা কথা যেমন বলতে হয়, তেমন। অনাদি অনেকদিন গাঁয়ে আসেনি, তাকে কিছু সংবাদ দেয়ার দরকার, এর বিয়ে ওর মরণ, এমনি আবহমান কাল ধরে ঘটে যাওয়া কিছু খবর। অনাদির বুকে গভীরে যেন জাল পড়ল আবার। জালে আটকে পড়ে তার প্রাণ হাঁসফাঁস।

ওই জন্যে তো নিরু চাটুজ্যে তার অংশ বিক্রি করে দিল বড়ো আঘাত তো। অনাদি এতক্ষণে বলল আপনারা নিতে পারতেন, বিজয় ঢুকল কেমন এর ভিতরে।

খেপেছো! মধুর লাঠি ঘুরোল, নাতি মরা অংশ কেউ কেনে, ওর অংশেই তো নাতিটা গেল, মাছ ঠোকর মারল শিশুটাকে।

সব চুপচাপ। মধুর চাটুজ্যে ঢুকল তার শরিকি বাড়িতে অনাদি। সুধাময়ের পিছনে পিছনে। পুকুরের মত এ বাড়িতে অনেক শরিক, এর অংশেও কেনা বেচা হয়েছে, কেউ কেউ চলে গেছে গাঁয়ের অন্যদিকে নতুন ভিটে তুলে।

পুরনো বাড়ি। চুন সুরকির গাঁথনিতে বটের চারা, ঘাস! ঘরে ঢুকে অনাদির মনে হল, সে যেন পুকুরে ডুব দিল। খুব ঠাণ্ডা। সুধাময় ঢুকেই চিৎকার আরম্ভ করল, এক্ষুনি সেজ খুকি ন' খুকির বাড়ির মাছ পাঠাতে হবেক, অনাদি এসেছে, ওর ভাগটা দিয়ে দিল, খেয়ে যাবে অনাদি...। ইত্যাদি বহু কথা।

অনাদি বসল উঁচু পালঙ্কে। খুব পুরনো পালিশের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অনাদি এসেছে শুনে সুধাময়ের স্ত্রী ঢুকল ঘরে। তার জ্ঞাতি সম্পর্কের কাকিমা। মুখে গাল ভরা হাসি। ময়লা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বলল, সকলকে নিয়ে এলে না কেনে? একা কেনে?

অনাদির মনে হলো ফূর্তির কোলাহল উঠেছে এ বাড়িতে। এই পুকুরের অন্তস্থলে আলোড়ন উঠেছে খুব। আচম্বিতে সুস্বাদু খাদ্য জুটেছে সামনে।

সুধাময় বলল, চান করে নাও পুকুরে যাবে তো?

না কুয়োয় করি, ও পুকুরে যাব না, জল ঘোলা।

ন, না ওখানে নয়, বচ্ছর পোরেনি একটা মরেছে ওখানে, তুমি বরং বদ্যি পুকুরে যাও, ওরা কাল রাতে জাল ফেলেছিল, এখন জল পরিষ্কার।

সুতরাং অনাদি বেরোল। গামছা কাঁধে তেলের শিশি হাতে সেই হাঁটল বদ্যি পুকুরের দিকে। বেলা অনেক, সূর্য মাথায় মাথায় সরছে। হঠাৎ তার মন বিষণ্ণ হল। না থাকলেই হত শ্রীপঞ্চমীর সকালটা মাছ ভাগে কেটে গেল। মাছটা না দিলেই হত। মা খুব খুশি হত সমৎস্য সে ফিরলে। ঝোকের মাথায় কাজটা করল, সুধাময় তার গুণগান করবে বলে, কিন্তু মধুর যে শাপান্তও

করবে, এটা মনে হয়নি আগে।

নির্জন ঘাটে একজন বসেছিল। তামাটে গৌর, কোমরে আধময়লা ধূতি, মলিন পৈতে মাথা জোড়া টাক, ক্ষয়া শরীরে মেরুদণ্ডটি প্রায় ধনুক। অনাদির পায়ের শব্দে মুখ ঘোরাতেই সে দেখল নিরাময় চাটুজ্যে, যার নাতি জলে ডুবেছে গত শ্রাবণে।

অনাদি জিজ্ঞেস করল, চিনতে পারছ কাকা?

খবর পেয়েছি তুমি আসছ, বাড়ি গেলে না?

না, সুধাকাকার ওখানে খেয়ে যাব।

তুমার ভাগ গুলান সুধাময় নিলেক?

অনাদি দেখল বৃদ্ধের মুখ বেদনার্ত। জলের কাছে বসে সেই শিশুটির কথা স্মরণ করছে বোধহয়। সে জিজ্ঞেস করল, 'অংশটা তো ডিলারকে সেল করেছ?'

সে মৃত্যুর কথা তুলল না ইচ্ছে করেই।

নিরাময় মলিন হাসল, ভুল হঁই গেছে তো ওটাই, শুনলাম এবার নাকি মাছের সাইজ খুব ভাল হয়েছে, বিজয় পাঁচ কেজি রুই পেইছে একটা।

অনাদি দেখল লোকসানে মর্মাহত বৃদ্ধের মুখ কাঁপছে। সে ঘাড় কাত করে কথার সত্যতা সমর্থন করল।

বিড়বিড় করছে নিরাময় চাটুজ্যে, জলের দরে জলাশয় বেচে দিলাম, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করলে এই হয়।

শীত করল অনাদির। খুব শীত, জলজ শৈত্য তকে ঘিরে ধরছে যেন। সে পুকুরের দিকে নামতে বুঝল বহু আগেই ডুব দিয়েছে জলাশয়ে। আঁশটে গন্ধ আসছে নাকে। এ গন্ধ জলে ধোয়া যায় না, কেননা জলের ভেতরেই মাছের বাস। মাছের মধ্যেই সে, নিজে।